বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.brdb.gov.bd

উন্নত পল্লী উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ

অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	সরদার মোঃ কেরামত আলী পরিচালক (পরিকল্পনা) বিআরডিবি, ঢাকা।
তারিখ	:	২৭/০৯/২০২৩ খ্রি.।
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	:	বিআরডিবি'র সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিতি পরিশিষ্ট ' ক '-তে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। । সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষন কাঠামোর প্রতিটি সূচক অনুসারে আলোচনা করা হয়। সভাপতি সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন যে, সরকারী কাজে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রচলিত ধ্যান-ধারনা পরিবর্তন করে জনসেবামুখী করার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রয়োজন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অনুসরন করা দরকার। তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণে সকল কর্মকর্তাকে জনকল্যাণে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান।

অতঃপর সভাপতি বিআরডিবি‘র শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কাঠামোর ফোকাল পয়েন্ট ও উপপরিচালক, (জনসংযোগ ও সমন্বয়) কে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনার অনুরোধ করেন। উপপরিচালক, (জনসংযোগ ও সমন্বয়) গৃহিত কর্মপরিকল্পনা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

উপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের সময়-সীমা নির্ধারিত এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়টিও সেখানে উল্লেখ রয়েছে বিধায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সকলের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তার কার্যক্রম সম্পন্ন করার অনুরোধ করেন। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে ও ভার্চুয়ালি সংযুক্ত মাঠ পর্যায়ের উপরিচালকদের আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় বিআরডিবি’র পরিচালকগণ, যুগ্মপরিচালকগণ, উপরিচালকগণ, ৬৪ জেলার উপপরিচালকগণ, সাংবাদিক ও আইনজীবীসহ অংশীজনরা মতামত প্রদান করেন।

সভায় নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় :

১) উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বিআরডিবি নৈতিকতা কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) সভায় জানানো হয় কর্মপরিকল্পনার ১.৫ অনুচ্ছেদে কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত) অকেজো মালামাল নিস্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/ ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা সূচকে বিআরডিবি ২টি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে

ক) পিপিআর অনুসরণে টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিস্পত্তি করা হবে।

খ) বিআরডিবিতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক তৈরী করে দিতে হবে এবং পরিধান নিশ্চিত করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

৩) আলোচনায় কর্মপরিকল্পনা ২.১ হতে ২.৫ অনুযায়ী সভায় জানান হয় যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সভাপতি বলেন রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রকল্পের পিআইসি সভা যথাসময়ে করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন/কম্পিউটার/আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা হয় যে, বিআরডিবি একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, তাই বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন ও প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে বিআরডিবি'র সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন ও সম্পদ বিআরডিবি'র সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। প্রকল্প সমাপ্তি শেষে বিআরডিবি'র আইন ও প্রকল্প দলিল অনুসারে প্রকল্পের সম্পদ বিআরডিবি'র সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখায় হস্তান্তর করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকগণ পত্র দিয়ে বিআরডিবি'র সংশ্লিষ্ট বিভাগে সম্পদ হস্তান্তর ও গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

৪) কর্মপরিকল্পনার ৩.১ অনুসারে সভায় সভাপতি বলেন সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হতে হবে। মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বাস/ট্রেন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিমান ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সকল দপ্তরে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করতে হবে।

৫) দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে ঋণ কার্যক্রমের অনলাইন রিপোর্টিং বিষয়ে সভায় জানানো হয় বিআরডিবি খুলনা জেলার ইরেসপো ও অপ্রধান শস্য প্রকল্পভুক্ত ০৭টি উপজেলার ঋণ কার্যক্রমে অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম চলমান রয়েছে। এসএমই ঋণের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ৪টি উপজেলায় এবং ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে অনুমোদিত ঋণ প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়ভুক্ত ৮টি উপজেলায় চলমান রয়েছে। সকল ক্ষেত্রে ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আইনজীবীগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ঋণ কার্যক্রমে মনিটরিং বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

এছাড়া সভায় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জানান শুদ্ধাচার কৌশল সরকারের সকল দপ্তরে বাস্তবায়নের ফলে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। ফলে সরকারী সেবা প্রাপ্তি নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে বলে তাঁরা মনে করেন। বিআরডিবি'র ঋণ কার্যক্রমসহ সার্বিক বিষয়ে মাঠে মনিটরিং বাড়াতে হবে। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বিআরডিবি'র সেবা প্রদান আরও বেগবান হবে বলে তাঁরা প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

১) নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত শতভাগ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

২) রাজস্ব বাজেট ব্যয় ও উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন নিশ্চিত করতে হবে।

৩) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদন করতে হবে।

৪) সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে । যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হতে হবে।

৫) ঋণ কার্যক্রমে অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম ও ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে অনুমোদিত ঋণ প্রদান চলমান রাখতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৬) প্রকল্প সমাপ্তি শেষে বিআরডিবি'র আইন ও প্রকল্প দলিল অনুসারে প্রকল্পের সম্পদ বিআরডিবি'র সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখায় হস্তান্তর করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকগণ পত্র দিয়ে বিআরডিবি'র সংশ্লিষ্ট বিভাগে সম্পদ হস্তান্তর ও গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

৭) যথাসময়ে ব্যয় সম্পাদনের মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে এবং বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে।

৮) লক্ষ্যমাত্রানুসারে সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।

৯) বিআরডিবি'র ঋণ কার্যক্রমে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

০২/১০/২০২৩

সরদার মোঃ কেরামত আলী
যুগ্মসচিব
ও
পরিচালক (পরিকল্পনা)।

স্মারক নং-৪৭.৬২.০০০০.১০২.০৬.০০৩.২২. ১০৫৬২ তারিখ : ০২/১০/২০২৩ খ্রি.

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। উপপরিচালক, (সকল জেলা)..................................জেলা, বিআরডিবি।
২। উপপরিচালক,..বিআরডিবি, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা।
৪। ইউআরডিও (সকল), বিআরডিবি..............., উপজেলা,............... জেলা।
৫। জনাব/বেগম..
৬। সংশ্লিষ্ট নথি।

০২/১০/২০২৩

মোঃ নুরুজ্জামান
উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)
ফোন : ৫৫০১১৭৩৪।